যুগান্তর

তারিখ 10 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসির ফলে রেকর্ড

ঢাকা	৮৭.৩১%	রাজশাহী	৯৪.০৩%
কুমিল্লা	৯০.৪১%	যশোর	৯১.৬১%
চট্টগ্রাম	৮৮.০৪%	সিলেট	৮৮.৯৬%
বরিশাল	৮৮.৬৩%	দিনাজপুর	৯০.৬০%
মাদ্রাসা	৮৯.১৩%	কারিগরি	৮১.১৩%

• ১০ বোর্ডে পাসের হার ৮৯.০৩

মুসতাক আহমদ

এসএসসির ফলাফলে এবারও রেকর্ড হয়েছে। মোট পাসের হার এবং জিপিএ-৫ উভয় বিচারেই। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এবার মোট পাস করেছে ৮৯ দশমিক ৭২ ভাগ, যা গতবছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৩ ভাগ বেশি। আর জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৭৭ হাজার ৩৮১ জন। গতবছরের চেয়ে এই সংখ্যা ১২ হাজার ১২৮ জন বেশি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এতসংখ্যক শিক্ষার্থী পাসের ঘটনা এই প্রথম। শিক্ষার্থীরা ফল জানতে দুরুদুরু বুকে ছুটে যায়। কিন্তু ফেরে হাসিমুখে। দেশের সর্বত্র আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় সারাদেশে এই ফল প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনলাইন এবং এসএমএসের মাধ্যমেও ফল জানানোর ব্যবস্থা ছিল। ফল প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয় সকাল ১০টায়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিভিন্ন বোর্ডের রেকর্ড : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

রেকর্ড : এসএসসির ফলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চেয়ারম্যানসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফল তুলে দেন। পরে শিক্ষামন্ত্রী দুপুর ১টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ফল প্রকাশের ঘোষণা দেন।

ঐতিহাসিক এই ফলাফলে দারুণ সন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি কৃতী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান। উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও। প্রধানমন্ত্রী ফলাফলের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার তাগিদ দেন। আর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, বিশেষ বিষয়ে বিশেষ যত্নসহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল প্রশ্নে আগের চেয়ে বেশি অভ্যস্ত। এখন আর মুখস্থ করে প্রশ্নের উত্তর করতে হয় না। তাছাড়া অভিভাবকরা আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। সচেতন শিক্ষার্থীরাও। এককথায় সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ঐতিহাসিক ফলাফল হয়েছে।

ফল হাতে পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুর জিলা স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী মোঃ আশিকুজ্জামান, দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী সৈয়দা [illegible], নূরুল্লাহ, রাশিয়া মাদ্রাসার [illegible] আজমুল [illegible], দিনাজপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক [illegible] ও দিনাজপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিমের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জেলা প্রশাসক আহমদ গাযীম আল রাজী।

এসএসসিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক জিপিএ-৫ লাভের ঘটনা ঘটে গতবছরও। ওইবছর মোট জিপিএ-৫ লাভ করে ৬৫ হাজার ২৫২ জন। এর আগের বছর পেয়েছিল ৬২ হাজার ৭৮৮ জন। ২০১০ সালে পেয়েছিল ৬২ হাজার ১৩৪ জন। ২০০৯ সালে পেয়েছিল ৪৫ হাজার ৯৩৪ জন। তার আগের বছর বা ২০০৮ সালে পেয়েছিল ৪১ হাজার ৯১৭ জন। ২০০১ সালে প্রথম ফর্মুলা গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়, সেই বছর সারাদেশে মাত্র ৭৬ জন এসএসসির এই সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেছিল।

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পাসের হারও কয়েক বছর ধরে উন্নয়ন ঘটেছে। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে গতবছর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের গড় পাসের হার ছিল ৮৬ দশমিক ৩২ ভাগ। ২০১১ সালে পাস করে ৮২ দশমিক ১৬ ভাগ। ২০১০ সালে ছিল ৭৮ দশমিক ১৯ ভাগ। ২০০৯ সালে মোট পাস করেছিল ৬৭ দশমিক ৪১ ভাগ। এর আগের বছর বা ২০০৮ সালে এই পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৮১ ভাগ। একই ভাবে ২০০৭ সালে পাসের হার ছিল ৫৭ দশমিক ৩৭ ভাগ। ২০০৬ সালে ছিল ৫৯ দশমিক ৪২ ভাগ।

এবারও এসএসসির সঙ্গে মাদ্রাসার দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ১০টি বোর্ডে মোট পাসের হার ৮৯ দশমিক ০৩ ভাগ। গতবছর ছিল ৮৬ দশমিক ৩৭ ভাগ। একেত্রে পাসের হার বাড়ল ২ দশমিক ৬৬ ভাগ। ২০১১ সালে গড় পাসের হার ছিল ৮২ দশমিক ৩১ ভাগ। ২০১০ সালে এই হার ছিল ৭৯ দশমিক ৯৮ ভাগ। ২০০৯ সালে ছিল ৭০ দশমিক ৮৯ ভাগ। ২০০৮ সালে ১০ বোর্ডের পাসের এই হার ছিল ৭২ দশমিক ১৮ ভাগ। দশ বোর্ডের মধ্যে এসএসসিতে ৮টি সাধারণ বোর্ডে মাধ্যমিকে এবার সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে রাজশাহী বোর্ডে ৯৪ দশমিক ০৩ ভাগ। এছাড়া ঢাকায় ৮৭ দশমিক ৩১ ভাগ, কুমিল্লা ৯০ দশমিক ৪১, যশোর ৯২ দশমিক ৬২, চট্টগ্রাম ৮৮ দশমিক ০৪, বরিশাল ৮৮ দশমিক ৬৩, সিলেট ৮৮ দশমিক ৯৬, দিনাজপুর ৯০ দশমিক ৬০ ভাগ পাস করে। এর বাইরে মাদ্রাসা বোর্ডে ৮৯.১৩ এবং কারিগরি বোর্ডে ৮১.১৩ ভাগ পাস করে।

অন্যদিকে এবার ১০ শিক্ষা বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৯১ হাজার ২২৬ জন। গতবছর ছিল ৮২ হাজার ২১২ জন। ২০১১ সালে পেয়েছিল ৭৬ হাজার ৭৪৯ জন। ২০১০ সালে পেয়েছিল ৮২ হাজার ৯৬১ জন। এই পরীক্ষায় এবার সাধারণ শিক্ষায় মোট ২১টি বিষয়ে এবং মাদ্রাসায় ৫টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি এই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। এতে ১০ বোর্ডে মোট অংশ নেয় ১২ লাখ ৯৭ হাজার ৩৪ জন। পাস করেছে ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭৮ জন। আর আটটি সাধারণ বোর্ডে মোট ৯ লাখ ৮৭ হাজার ৪১৭ জন অংশ নেয়। পাস করেছে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৮২১ জন। সব মিলিয়ে ৮৮ দশমিক ৮৮ ভাগ ছাত্রী এবং ৮৯ দশমিক ১৮ ভাগ ছাত্র পাস করেছে। সর্বোচ্চ জিপিএ পাওয়াদের মধ্যে ছাত্র ৫২ হাজার ৩৯২ জন এবং ছাত্রী ৩৮ হাজার ৮৩৪ জন।

এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে ২ লাখ ২৬ হাজার ৩৩৭ জনের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৯০৪ জন। পাসের হার ৯৪ দশমিক ৯৫ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১ হাজার ২৭৫ জন।

মানবিকে ৩ লাখ ৯২ হাজার ১০৯ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৪৭৫ জন। পাসের হার ৮৫ দশমিক এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ লাখ ৪৫৮ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাস করেছে ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৫১২ জন, অংশ নিয়েছিল ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৯৭১ জন। এই বিভাগে পাসের হার ৯০ দশমিক ৯৩ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ হাজার ৬৪৮ জন। ঢাকা বোর্ডের অধীন বিদেশের ৭টি কেন্দ্রে ২৮৫ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ২৭৭ জন। এখানে পাসের হার ৯৭ দশমিক ১৯ ভাগ। এর মধ্যে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা ৭৫ জন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ২ লাখ ২১ হাজার ২৫৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করে ১ লাখ ৯৭ হাজার ১৯৯ জন। এই বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৯ হাজার ৬৭৩ জন। এই বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। গত বছর পেয়েছিল ১৩ হাজার ৪৩৬ জন। এর আগের বছর পেয়েছিল ১২ হাজার ৭৫৬ জন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৮৮ হাজার ৩৬০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৭১ হাজার ৬৮৮ জন। ওই বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৭২ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৬৪৮ জন বেশি। ১০ বোর্ডে মোট ৬ লাখ ৬৫ হাজার ৮৭৮ জন ছাত্র অংশ নিয়ে পাস করেছে ৫ লাখ ৯৩ হাজার ৮৩৮ জন। পাসের হার ৮৯ দশমিক ১৮ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫২ হাজার ৩৯২ জন। আর মোট ৬ লাখ ৩১ হাজার ১৫৬ জন ছাত্রী-পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৫ লাখ ৬০ হাজার ৯৪০ জন। পাসের হার ৮৮ দশমিক ৮৮ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৮ হাজার ৮৩৪ জন।

মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএম মাহমুদ, প্রাক্তনশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনসহ বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রথমবার জেএসসি এবং জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া পরীক্ষার্থীরা এবার এসএসসিতে অংশ নেয়। আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিক্ষার্থীরা এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ কারণে ভালো ফল করেছে। তিনি মনে করেন, গুণ ও মানের দিক থেকে এবার শিক্ষার্থীরা আগের তুলনায় ভালো ফল করেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় মানসম্পন্ন ভালো ফলাফলের দিকে যাচ্ছে দেশ। এ সময় তিনি পরীক্ষাকালে হরতালের সমালোচনা করে বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে এই পরীক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। হরতালের কারণে শিক্ষার্থীরা হতাশা এবং মানসিক চাপের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে।

এবার পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় ৩ মাস ৯ দিন সময় লাগল। ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে শেষ হয় ১৪ মার্চ। তবে ফল প্রকাশে মোট সময় নেয়া হয় ৫৯ দিন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মনে করেন, বার্ষিক পরীক্ষার ফল এবার ভালো হয়েছে। এই [illegible] শিক্ষার্থীদের [illegible] প্রভাব ফেলবে। তিনি আশা করেন, নতুন [illegible]